২৬-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হয়ে সেবা করতে হবে। যুক্তি সহকারে সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য বলতে হবে।"

প্রশ্ন:- মহাভারতের দ্বারা কোন্ কোন্ বিষয় প্রমাণিত হয় এবং মহাভারতের অর্থ কি?

উত্তর:- ১) মহাভারত মানে অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপনা। ২) মহাভারতের অর্থই হল পাণ্ডবদের জয় এবং কৌরবদের পরাজয়। ৩) মহাভারতের যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয় যে ভগবান নিশ্চয় রথে বসেই জ্ঞান শোনান এবং তিনি অবশ্যই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যার দ্বারা রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল। মহাভারত মানে যার পরে সত্যযুগী রাজত্বের স্থাপনা হয়। তোমরা বাচ্চারা মহাভারতের বিষয়ে ভালোভাবে বোঝাতে পার।

গীত:- এখনই হল সেই বাহারী সময় এই দুনিয়াকে ভুলে যাওয়ার বসন্ত বাহার.....

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে এখন মহাভারতের সীন (দৃশ্য) চলছে। বাবা বুঝিয়েছেন, আটাতে যেটুকু নুন দেওয়া হয়, সেইরকম শাস্ত্রতেও কিছু কিছু সত্যি কথা আছে। বাকি সবকিছুই প্রায় মিথ্যে। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে বিনাশ দেখানো হয়। ইউরোপকেও দেখানো হয়, ওখান থেকেই মুষল আবিষ্কৃত হয়েছে। এটাও তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন সেই যজ্ঞ-ই চলছে যার দ্বারা এক ধর্মের স্থাপনা হয়। পাণ্ডবদের জয় হয়। এটা তো রাজযোগ। দেখিয়েছে যে অর্জুনের রথে বসে কৃষ্ণ অর্জুনকে জ্ঞান দিয়েছে। মহাভারতের যুদ্ধের পরে নিশ্চয়ই রাজযোগের দ্বারা রাজত্বের স্থাপনা হয়েছিল। এখন তো সেই রাজত্ব নেই। পুনরায় স্থাপন হওয়া উচিত। মহাভারতের বিষয়ে নাটকও বানানো হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে। বায়োস্কোপ তৈরি করেছে, এসে দেখ। তোমরা বাচ্চারা জান যে বাবা এখন তোমাদেরকে সব সত্যি কথা বলছেন। ওই নাটকগুলো তো সব ভুলভাল বানায়। সেবা করার জন্য মহাভারতের নাটক দেখা উচিত যে দুনিয়ার মানুষ কি বানায় এবং সেটা সম্মন্ধে আমরা কি বোঝাব। সেবার জন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হয়। কিন্তু বাচ্চারা এত বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন হয়নি। যারা ওই নাটক বানিয়েছে তাদেরকে গিয়ে বোঝাতে হবে যে বাস্তবে কোনটা সত্যি এবং কোনটা মিথ্যা? তোমরা যে মহাভারতের যুদ্ধ দেখিয়েছ সেটা কবে হয়েছিল তার তো একটা তিথি-তারিখ থাকবে। সেইরকমই 'প্রতিটা কণাতে ভগবান' নামের আরেকটা নাটক বানিয়েছে। গিয়ে দেখা উচিত যে তারা কি দেখাচ্ছে। বাচ্চাদেরকে অনেক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাস্তবে সত্যি কোনটা সেই বিষয়ে প্রচারপত্র ছাপাতে হবে। সত্যি তো সেটাই যেটা প্রাক্টিক্যালে (বাস্তবে) হচ্ছে। ওইসব নাটক কেন মিথ্যে সেটা এখানে এসে বোঝ। এটা বুঝলেই তুমি সত্যভূমির মালিক হতে পারবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারবে। সেবার জন্য এইরকম ভাবনা থাকা উচিত। সর্বদয়া গোষ্ঠীর সাথেও কেউ কেউ গিয়ে সাক্ষাৎ করে কিন্তু সেক্ষেত্রেও বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন। ওদেরকে বোঝাতে হবে যে সর্বদয়া মানে সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করা। সেটা তো কেবল বাবা-ই করতে পারেন। তিনিই সকলের ওপর দয়া করেন। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল, সকলেই সুখী ছিল। এখন কলিযুগের অন্তিমে চারিদিকে

এত দুঃখ এবং ভ্রষ্টাচার। বেহদের বাবা-ই সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করেন। নিশ্চয়ই আমি জানি বলেই বলছি। সর্বদয়া মানে সমগ্র দুনিয়ার ব্যাপার। ভগবান কিভাবে সমগ্র দুনিয়ার ওপর দয়া করেন সেটা এখানে এসে বোঝ। এখন কলিযুগের অন্তিমকাল। মহাভারতের যুদ্ধও চলছে। নিশ্চয়ই একজন কেউ আছেন যিনি পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। তিনিই সকল আত্মাদেরকে সুখী করেন। এইসব বোঝার জন্য খুব ভালো জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন। বাবার কাছে খবর আসে যে আমি সর্বদয়া প্রধানের সাথে দেখা করেছি। কিন্তু যে দেখা করতে যাবে তাকে বিশাল বুদ্ধির অধিকারী হতে হবে। বাবা দেখেছেন, একজনও বিশাল বুদ্ধির পরিচয় দেয়নি। প্রথমে তো তাকে বলতে হবে যে সমগ্র দুনিয়ায় এখন দুঃখ আর অশান্তি। এটা যখন দুঃখধাম তাহলে আগে নিশ্চয়ই সুখধাম, শান্তিধাম ছিল। বাচ্চারা এটাও ওদেরকে বলেনি। ভারতের অনেকে গুণগান করতে হবে। আচ্ছা, কে ভারতকে এইরকম বানান? তোমরা তো সকলের ওপরে দয়া করতে পারবে না। সেটা তো কেবল ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব, যাকে তোমরা ভুলে গেছ। তিনি স্বয়ং তাঁর কাজ করছেন। তবে হ্যাঁ, দুঃখীদেরকে কিছু দান করা ভালো কাজ। তাদের সাথে আলাদাভাবে দেখা করা উচিত। মহাভারতের যে নাটক বানানো হয়েছে সেই বিষয়ে সত্য এবং মিথ্যার পার্থক্য লিখে প্রচারপত্র বানাতে হবে। কিভাবে ভারত কড়িতুল্য থেকে হিরেতুল্য হয় সেটা এখানে এসে বুঝুন। মহাভারতের যুদ্ধ যখন হয়েছিল তখন বাবাও ছিলেন যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। কৃষ্ণকে তো কেউ বাবা বলতে পারবে না। মানুষ যখন গড ফাদার বলে ডাকে তখন নিরাকারকেই স্মরণ করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে সারাদিন এই বিষয়েই চিন্তন করতে হবে যে আমরা কিভাবে সার্ভিস করব। কিভাবে সবাইকে জাগাব সেই বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। কাঁটাদেরকে ফুল বানাতে হবে। শ্মশানে গিয়েও সেবা করতে হবে। বাচ্চারা যায় কিন্তু খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। দেখে যে এতো করে বোঝাই কিন্তু কেউই শোনে না। আরে, ওরা কেমন করে বুঝবে? বাবা উদাহরণ দিয়ে বলেন, মেষশাবকেরা কিভাবে বুঝতে পারবে? কিন্তু এই জ্ঞান তো খুবই সহজ... উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান, তারপরে দেবতারা। বর্ণের রহস্যও খুব সহজ। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সর্বোত্তম, সবথেকে উঁচু। তোমরা যখন দেবতা হয়ে যাও তখন তোমাদের এত মহিমা করা হয় না। এই সময়েই তোমাদের অনেক মহিমা। শক্তি (মাতৃ) আরাধনার সময়ে কত মেলা বসে। কিন্তু লক্ষ্মীপূজায় কোনো মেলা বসে না। কেবল দেওয়ালির দিন তাঁকে আহ্বান করে। মেলা সর্বদা জগদম্বার ক্ষেত্রেই বসে। তোমরা জানো যে জগদম্বা কে এবং লক্ষ্মী কে। কেন লক্ষ্মীর পূজা করা হয়? এখন ওরা সবাই কোথায়? লক্ষ্মী তো সত্যযুগে ছিল, তাহলে এখন সেই আত্মা কোথায় আছে? তোমরা জানো যে লক্ষ্মী ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন সঙ্গমযুগে জগৎ অম্বা হয়েছে। দত্তক নেওয়ার পরে নাম বদল করা হয়েছে। অনেক বাচ্চা বলে যে আমাদেরকেও তো বাবা দত্তক নিয়েছেন, তাহলে আমাদের নাম কেন বদল করা হবে না। বাবা বলেন, আমি কি করব? আমি তো নাম বদলে দেব, কিন্তু তারপরে সেই নামের বদনাম করে দেয়। খুব সুন্দর সুন্দর নাম প্রাপ্ত হয়েছিল। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী বলে থাক। হয়তো শরীর নির্বাহের জন্য বিভিন্ন কারবারে আগের নাম ব্যবহার করতে হয়। তোমরা বলবে যে এখন আমাদের নাম এইটা। তা সত্ত্বেও তোমাদেরকে ঘরের ঠিকানাই দিতে হয়। বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী, এখানে বসে আছি। শিববাবা এবং ব্রহ্মাবাবাও সাথে আছেন। বাইরে গিয়ে যখন বন্ধু এবং আত্মীয়দের দেখ তখন ওই নাম স্মরণে এসে যায়। ওই নাম-ই ব্যবহার করতে হয়। নাহলে তো বুঝতে পারবে না। তাই ঘরে গেলে আবার ভুলে যাও। ঘরে থেকেও নিজেকে শিববংশী নিশ্চয় করে সেই স্মরণেই থাকতে হবে। এটা পরিশ্রমের ব্যাপার, তাই বাবা চার্ট রাখতে বলেন। লৌকিক আত্মীয়রা থাকা সত্ত্বেও পারলৌকিককে স্মরণ করতে থাক। এর জন্য পরিশ্রম করতে হয়। এইসব

নতুন কথা। মহাভারতের নাটকে নিশ্চয়ই রথও দেখাবে, সংস্কৃতে শ্লোকও বলবে। দেখতে হবে যে কি কি বলে, তারপর সেই বিষয়ে লিখতে হবে। সার্ভিসের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। পরিচয় দিতে হবে। এইসব কথা শুনলে তোমরা সত্যিকারের মহাভারতের যুদ্ধের জ্ঞান পেয়ে যাবে। বাবা (ব্রহ্মা) যখন কিছু শোনেন তখন সেই বিষয়ে চিন্তন করেন। তোমরা তো জানো যে এইসব ছোট ছোট মঠ-আশ্রম অন্তিম সময়ে স্থাপিত হয়েছে। বৃক্ষের আয়ু যখন শেষ হয়ে যায় তখন গোটা বৃক্ষই শুকিয়ে যায়। এখন যতরকম ধর্মাবলম্বীরা আছে তারা কেউই সত্যযুগে আসবে না। যারা ধর্মান্তরিত হয়ে গেছিল তারা কোথাও না কোথাও ঠিক বেরিয়ে আসছে। যার ভাগ্যে যতটা রয়েছে, সে সেটা নিয়ে নেবে। নিজে বুঝে অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। প্রজা না বানালে, অনেকের কল্যাণ না করলে কতটুকু উত্তরাধিকার পাবে? কারোর তো মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তার জ্ঞান ভালো লাগে। কোনো কথা যদি হৃদয় ছুঁয়ে যায় তাহলে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবে। নাহলে এদিক-ওদিক দেখতে থাকবে। বাবা বিচার করেন যে এই বাচ্চা যোগ্য না কি অযোগ্য। ইনি তো বেহদের বাবা, তাই না? এই ঠাকুরদাদাও বুঝতে পারেন। ইনি তো আর বুদ্ধু নন। বাবা কখনো কখনো বলে দেন - আচ্ছা, এঁকে (ব্রহ্মাবাবা) বুদ্ধুই মনে কর। শিববাবাই তোমাদেরকে মুরলী শোনান। তখন কেউ কেউ ভাবে যে ইনি আর কি জানেন, ইনিও তো আমাদেরই মতন। এইরূপ অহংকার চলে আসে। ভাবে যে আমরাও তো সেবা করি। আমরা ওনার থেকেও দ্রুতগামী। এইরকম বলতে থাকে। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নয়। এটা তো বাবার একটা যুক্তি যাতে বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ করে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। এতে দেহ-অভিমান আসার প্রশ্নই নেই। মনে কর শিববাবা-ই তোমার সমাচার শুনেছেন এবং তিনিই নির্দেশ দিয়েছেন যে এইভাবে সার্ভিস কর। বিচার সাগর মন্থন কর। ভবিষ্যতে এমন অনেক সন্ন্যাসীরা আসবে যারা বুঝতে পারবে যে স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা এদেরকে পড়ান, কৃষ্ণের পক্ষে পড়ানো সম্ভব নয়। তোমরা তখন প্রমাণও করে দেবে। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটা তো বোঝাই যায়। তোমরাই এখন বুঝেছ যে কে ভুল পথে নিয়ে যায় এবং কে ঠিক পথে নিয়ে যায়। এটা তো কেউ জানেই না যে দ্বাপরযুগ থেকে রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে যেটা এখনো চলছে। রাবণের চিত্র নিয়েও বোঝাতে হবে। এটা কবে থেকে শুরু হয়েছে? তারিখ উল্লেখ করে বলতে হবে যে রাবণই হল সবথেকে পুরাতন শত্রু। এর ওপর জিৎ প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগৎ-জিৎ হতে পারবে। বাবা সেবা করার জন্য অনেক রকম যুক্তি বলেন, নির্দেশ দেন। এইভাবে প্রচারপত্র বানিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলি কর। তীর লাগার মতো বিভিন্ন পয়েন্টস পাওয়া যায়। আজকাল নাটক দেখতে অনেক মানুষ যায়। পতিত হওয়া তো খুবই খারাপ কাজ। সকলেই পতিত। পবিত্র হয়ে আবার পতিত হয়ে যায়। বাবা বলেন, মুখ কালো করে দিয়েছে। অনেকেই এইরকম করে। বাবা তো বুঝতে পারেন যে এর মধ্যে মায়াকে পরাজিত করার জন্য কতটা শক্তি রয়েছে। বাবাকে প্রশ্ন করে - বিয়ে করব? তখন বাবা বুঝে যান যে এর ইচ্ছে আছে। বাবা বলেন, তুমিই তো মালিক। তোমার ইচ্ছে হলে ক্ষীর সাগরে যাও নাহলে নরকে যাও। লক্ষ্য অনেক উঁচু। কামবিকার মোটেই কম শক্তিশালী নয়। খুবই কঠিন ব্যাপার। সন্ন্যাসীরা তো বাড়ি ঘর ত্যাগ করে। তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থে থেকে বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এতে প্রাপ্তি অনেক। সন্ন্যাসীরা পবিত্রভাবে জীবনযাপন করে বলে প্রেসিডেন্টের মত বড় বড় ব্যক্তিরাও গিয়ে তাদের কাছে মাথা ঠোকে। তাহলে দেখ, পতিত এবং পবিত্রতার মধ্যে কত পার্থক্য। পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ এম.পি. ইত্যাদি হয়ে যায়। সবকিছুই পুরুষার্থের ওপর নির্ভরশীল। জিজ্ঞেস করে যে - পুরুষার্থ বড় না কি প্রাপ্তি বড়? পুরুষার্থই বড়। পুরুষার্থের দ্বারাই তো প্রাপ্তি হয়। কেউ কেউ আবার ভাবে যদি পাওয়ার থাকে তাহলে অবশ্যই পুরুষার্থ করব, ড্রামা করিয়ে নেবে। এইরকম মনে

করে ওরা বসে থাকে। সর্বপ্রথম মুখ্য বিষয় হল বাবার পরিচয় দেওয়া। অতিরিক্ত কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না । কোনো একটা পয়েন্ট যদি বুঝে যায় তাহলে লিখিয়ে নাও যে আমি এই কথাটা বুঝতে পেরেছি। বাবাকে না জানলে তো অন্য কিছুই বুঝবে না। প্রথমে এটাই উপলব্ধি করাও। যদি আপনি না মানেন তাহলে আপনি আপনার পথেই চলুন। তোমরাই তো বল যে নিরাকার বাবা-ই হলেন সকলের বাবা। তাহলে লেখ যে ভগবান এক এবং বাকি সবকিছু তাঁরই রচনা। তাহলে গীতার ভগবান কে? তখন বলবে যে তিনি তো নিরাকার, তাহলে গীতা শুনিয়েছেন কিভাবে? তখন বলতে হবে যে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সাথে কি সম্মন্ধ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হয়। শূদ্র থেকে দত্তক নিয়ে ব্রাহ্মণ বানানো হয়। এটা লিখিয়ে নেওয়ার পর ঠিকানা নিয়ে রাখতে হবে। তারপর ১০-১৫ দিন পরে পত্র লিখতে হবে। প্রথমে বাবার পরিচয় দিয়ে খুশি করতে হবে। লিখিয়ে নাও যে বরাবর বেহদের বাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সুখধাম এবং শান্তিধামের রাস্তা বলে দেয়। এইভাবে লিখিয়ে নিয়ে তারপরে পরবর্তী বিষয়ে যেতে হবে। এত পরিশ্রম করলে তবেই তাকে সার্ভিস বলা যাবে। অপরের কল্যাণের জন্য ঘুম উড়ে যাওয়া উচিত। শিববাবাকে তোমরা যেভাবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকে এসেছ তাতে তো বাবারও ঘুম উড়ে গেছে, তাই নয় কি? এখন তিনি এসে গেছেন। বাচ্চাদেরকেও পরিশ্রম করতে হবে। প্রদর্শনী কিংবা প্রজেক্টারে এই বিষয়ের ওপরেই বোঝাতে হবে। আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সার্ভিস করার জন্য বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। ক্লান্ত হওয়া যাবে না। এমন যুক্তি রচনা করতে হবে যাতে অনেকের কল্যাণ হয়।

২) লৌকিকে থেকেও পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা নিজের প্রাপ্তিকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

বরদান:- খারাপ কিছুর মধ্যেও খারাপটাকে না দেখে ভালোর বিষয়ে শিক্ষা নিয়ে অনুভবের মূর্ত প্রতীক হও।

যদি সবকিছুই খারাপ হয় কিন্তু তার মধ্যেও দু-একটা ভালো ব্যাপার অবশ্যই থাকে। প্রত্যেক ঘটনাতেই শিক্ষা নেওয়ার মত ভালো বিষয় অবশ্যই আছে। কারণ সকল ঘটনাই অনুভাবী বানানোর নিমিত্ত হয়। ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যখন কেউ জোর খাটানোর চেষ্টা করে তখন তুমি ধৈর্য এবং সহনশীলতার শিক্ষা নিচ্ছ। তাই বলা হয়, যা হচ্ছে তা ভালোই হচ্ছে এবং যেটা হবে সেটা আরও ভালো হবে। ভালো জিনিসটা গ্রহণ করার জন্য কেবল বুদ্ধির প্রয়োজন। খারাপটাকে না দেখে কেবল ভালোটাকে গ্রহণ করলেই নম্বর ওয়ান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সর্বদা প্রসন্নচিত্ত থাকার জন্য খারাপকে ভালোতে রূপান্তরিত কর।